কেরিয়ারগ্রাফ

রাজীব সিংহ

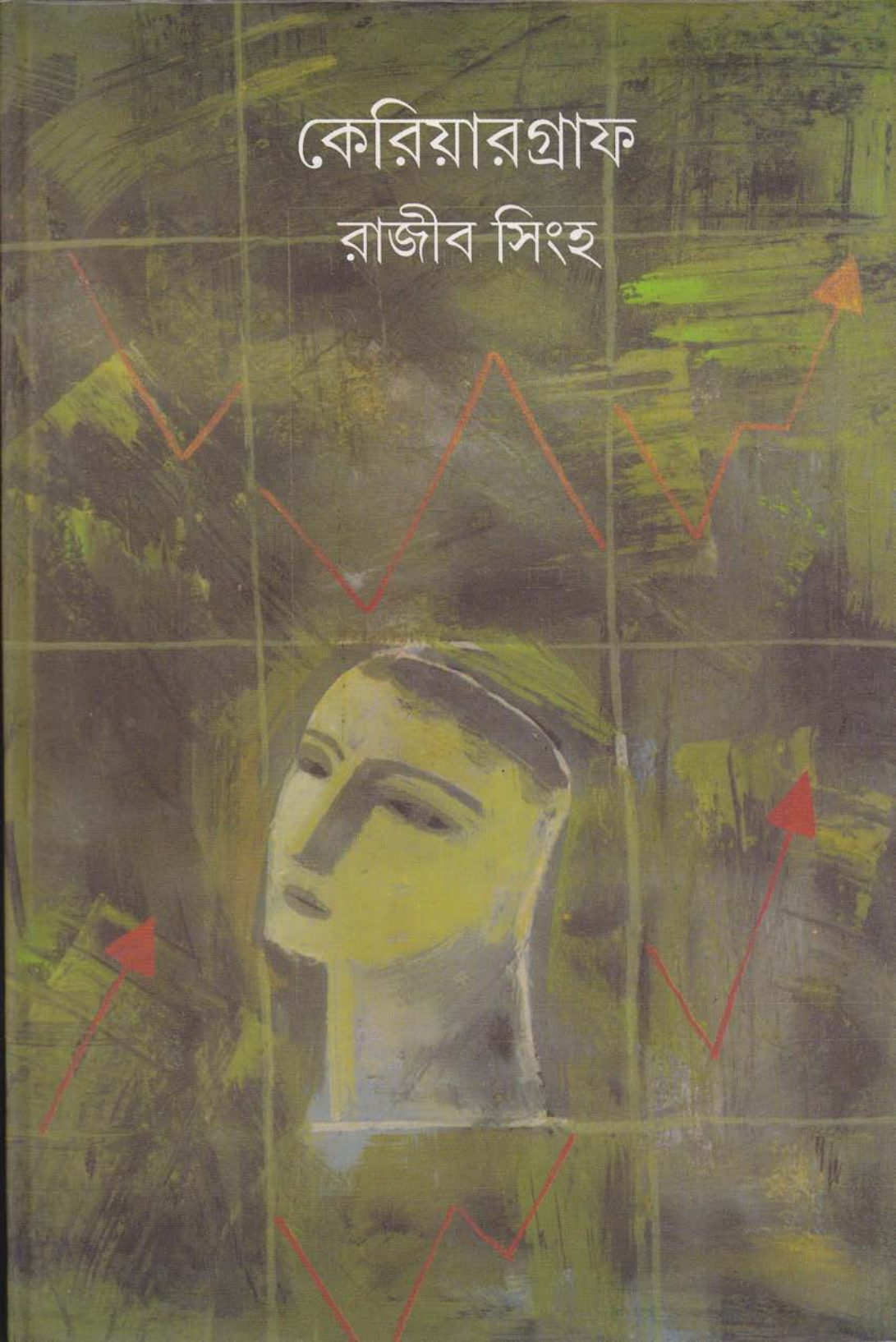

কে রি য়া র গ্রা ফ

কেরিয়ারগ্রাফ

রাজীব সিংহ

প্রতিভাস □ কলকাতা

CARRERGRAPH
A Collection of Bengali Poems
by Rajib Sinha

কপিরাইট
শম্পা সিংহ

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা বইমেলা, ২০০৫

প্রকাশক
বীজেশ সাহা
প্রতিভাস
১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড
কলকাতা- ৭০০০০২
দূরভাষ : ২৫৫৭-৮৬৫৯

মুদ্রক
বইপাড়া পাবলিকেশনস্ (প্রিন্টিং বিভাগ)
১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড
কলকাতা- ৭০০০০২
দূরভাষ : ২৫২৮-৭৮৭৬

প্রচ্ছদ
সুব্রত চৌধুরী

দাম
৫০ টাকা

সুচেতনাকে

সূচিপত্র

ব্যক্তিগতের ডায়েরি থেকে	১১	৩৫	বিচ্ছেদপর্বে
বাল্যপাঠ	১২	৩৬	নবজাগরণ
ক্যাম্পাস	১৩	৩৭	সামুদ্রিক
বন্ধুকথা	১৪	৩৯	প্রিয়তমাসু
অপ্রেমে	১৫	৪০	লিটল ম্যাগাজিন
নিউ পিজি, ওল্ড পিজি	১৬	৪১	মধ্যবর্তী দিনসময়
জার্নাল, নব্বই	১৭	৪২	শিকারকাহিনি
বৃহস্পতিবার	১৮	৪৩	ব্যূহচক্রে
বিকেল	১৯	৪৪	এমপ্যানেল্ড
ধর্মকথা	২০	৪৫	ডায়মন্ডহারবার
অভিসার	২১	৪৬	কবিতা উৎসবে
রিহার্সাল	২২	৪৭	সিলেবাসে নেই
মা-কে	২৩	৪৮	অশ্রুঢেউ
নিরাশ্রিতের চিঠি	২৪	৪৯	অন্তরাগ্রাম
সময়	২৫	৫০	স্মরণ
গল্পের গরু	২৬	৫১	উত্তর-আধুনিক
স্মৃতি	২৭	৫২	ভোটযাত্রী
বন্ধ জুটমিলের গান	২৮	৫৩	প্রকাশ্য সমাবেশ
আন্দোলন	২৯	৫৪	রাত্রি
তন্ত্র দুহাজার	৩০	৫৫	শিল্পবোধ
একক	৩১	৫৬	চিলেকোঠার সেপাই
উদ্বাস্তু	৩২	৫৭	জীবন
উৎসর্গ	৩৩	৫৮	জন-গণ-মন
সূর্যোদয়	৩৪	৬০	কেরিয়ারগ্রাফ

ক্রমশ সহজ হলে পথের রেখা
এভাবেই নির্বিকার যতোটা ভ্রমণ ছিলো সম্ভব
তারও কিছু দূর থেকে ছুটে এলে ঘোড়া—
নিঃশ্বাসে আগুন-হল্‌কা ছিলো খুব
তার সাথে যদি-বা মধুর হতো পরিচয়
সাক্ষাতে দু'দণ্ড বলা যেতো কথা :
—এই দ্যাখো, এগুলিই আজন্ম-জমানো পাণ্ডুলিপি
বিরুদ্ধে যতোটা তোমার ততোটা নিরালা সফরে ছিলো
সুনিপুণ ছায়ার মতোন যতো পাখি
আর পাখিদের প্রতিবেশী সূর্যমুখী ফুল
করপুট-অঞ্জলিতে নিবেদন করেছিলো তোমাদের
দু'বুকের লজ্জাহীন আরক্ত কুসুম...

ব্যক্তিগতের ডায়েরি থেকে

তোমাকে যেভাবে শেখানো হয়েছিলো শ্রেণীকক্ষে গুণনীয়ক গুণিতক
চারদিক দেয়ালতোলা বিকেলের মাঠে লেগস্পিন অফস্পিন
পারিবারিক নিশ্চিন্ত বলয় জুড়ে ম্যানার্স আর এটিকেট
বয়ঃসন্ধি-আড্ডায় শরীর সচেতনতা স্বমেহন আর নিষিদ্ধ আকুতি...

অথচ তোমার শরীরে ধীরে ধীরে বয়সচিহ্ন স্পষ্ট হতে না হতেই
মস্তিষ্কে বাসা বাঁধলো তত্ত্ব-আক্রান্ত সমাজবিদ্যা :
প্রতিটি মুদ্রার গায়ে অদৃশ্য এঁকে দেওয়া মানুষের শ্রমের ইতিহাস
তোমার উপল-জর্জরিত হৃদয়ে এসে দোলা দিয়ে গেলে
গাঢ় হয় উপলব্ধি তোমার...
যেদিন ধীরে ধীরে সাম্যবাদ এসে তুলে নেবে মুদ্রাবিনিময়
সেইদিন আপন খেয়ালে দোল খাবে কেরানিপাখি
কেউ তাকে চোখ রাঙাবে না,
চব্বিশঘন্টা মিনারের শীর্ষ লক্ষ্য করে শিস্ ছুঁড়ে দেবে সে
—যেখানে রোজ রাতে শুয়ে শুয়ে চক্‌পেন্সিল দিয়ে
যোগ অঙ্ক এঁকে রাখে কেউ দিগন্তবিস্তৃত ব্ল্যাকবোর্ডে...
সৎ-চিৎ-আনন্দের মধ্যে থেকে ভাসে প্রত্ন-প্রস্তরযুগ, দিঘিশ্যামলিম বাংলাদেশ

হঠাৎই ফর্সা হয়ে আসে তোমার মাথার আকাশ
কেরানিপাখি জিভ বার করে হাঁপাতে থাকে
তোমার দাম্পত্যের উজ্জ্বল ব্রেকফাস্ট টেবিলে অবাধ্য বোলতার মতো
একটানা ভন্-ভন্ উড়ে চলে এলআইসি কেভিপি আইভিপির রামধনুরঙ চুক্তিপত্র—

'সম্পূর্ণ পুরুষ' হয়ে ওঠবার চোখ-ধাঁধানো খেলায়
তুমি তখন ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছিলে

বাল্যপাঠ

আর তোমরা যারা ঘুমের মধ্যে থেকে স্বপ্নের মধ্যে থেকে
দুহাত বাড়ায়ে হাতছানি ছুঁড়ে দিচ্ছো আর
একজন আরেকজনের পিঠের ভেতর আলগোছে হাত ডুবিয়ে
ক্লান্ত ঘাড় থেকে বন্দুক খুলে রাখবার মতো মেরুদণ্ড খুলে দিচ্ছো

মনে করো সেই বাল্যপাঠ, গোপালদের অতি সুবোধ বালক বিশ্বাস করতে হয় যখন
জমির পর জমি আলের পর আল পেরিয়ে অনেক বালক রোজ পাঠশালে যায়
জাতির ভবিষ্যতেরা অতীত কালের মিথ্যে ইতিহাস পড়ে পড়ে
ক্রমশ অলস ও কর্মভীরু হয়
আর সমস্ত রহস্যের মধ্যে থেকে উঁকি মারে মোবাইল-প্রাণ
ভিডিও সিনেমা ইন্টারনেট এবং শরীরে কম্পন তোলা ঢেউ

ক্যাম্পাস

খাঁড়ির ওপার দিয়ে ধীরে যেতে যেতে থেমে যায়
উট; আর বিস্তৃত বালির ওপর চিকচিক করে মধ্যরাতের চাঁদ—
কুয়াশার জমাট জ্যোৎস্নার গভীরে দূরে দূরে মাথা তুলে
রাখে কাঁটাঝোপ, ক্যাকটাস, খর্জুর বৃক্ষশ্রেণী : প্রত্যয় ছিলো
মনে। ঝরে ঝরে পড়ছিলো শিশির... দুহাত তফাতে
ছিলো নুয়ে আসা মেঘ; বাতিদানে মোম রেখে ইঁদারার পাশটিতে
খরমুজ খেতের ধারে জীবিতের ক্যাম্পফায়ার : প্রয়োজনীয় আগুনের সেঁক
—অথবা ক্লান্ত দড়ির ফাঁসে বন্দী-উট
খোরাকি চিবোয় একা একা।

কালো রঙ সাদা রঙ— এই দুই রঙ শুধু ক্যানভাসে,
আবহে যে-কোনো তারযন্ত্র : দূরে দূরে ছড়ানো বালিতে হর্ষ, বিষাদ।
বাকিসব পাখিদল শ্রেণীঘরে বসে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত রোদ্দুর মাখানো—
এইসব বিহঙ্গের কথা মনে পড়ে খুব;
কতো-না গ্রিটিংসচিঠি, রবীন্দ্রগান, কতো রঙ
কতো-না এইমাত্র লিখে ফেলা কবিতার কথা॥

বন্ধুকথা

একজনও বন্ধুকে দেখতে পাচ্ছি না
পড়ে আছে শূন্য আড্ডা শূন্য টেবিল শূন্য বারান্দা
এই কোণের জানালা দিয়ে দলমা পাহাড় দেখি
দেখি খবরকাগজের প্রথম পাতার রঙিন মুদ্রণের মধ্যে দিয়ে
কী প্রবল আক্রোশে কলকাতার দিকে
ধেয়ে আসছে একপাল হাতি
ধুলোর শব্দে ঢেকে যাচ্ছে নিঃসঙ্গ অঞ্চল

সে ভালোবাসে তিসি খেত আর পরীদের হাসি
ফরসা দুহাতের আঙুল নিয়ে খেলতে খেলতে
উল আর কাঁটা বুনে ফ্যালে
বেয়াড়া মাপের একটা পতাকা
রাত বেড়ে গেলে
ঝপাঝপ্ পোস্টার পড়তে শুরু করে নেশাকলোনির গায়ে

লোকাল কমিটির চোখরাঙানি সহ্য করে সে
সয়ে নেয় বানানের প্রচুর ভাঁড়ামি
কোথায় পালালো সব আড্ডাবাজ বন্ধুর দল
মনেও পড়েনা শেষ কবে বন্ধুমুখ আবদার ধরেছিলো
বমি ও পেচ্ছাবের উঁচু বা নিচুর ডান বা বাঁয়ের
শুধু কাউকে দেখি না আজ
কেউ নেই পুরনো আড্ডায়

অপ্রেমে

প্রবল চুম্বনে এই অন্ধকারে শুষে নিতাম তোর ওষ্ঠ-আঁশ
রক্তে মেশাতে হতো না ঝিম্ শ্বাসকষ্ট-উদ্দীপক—
বন্ধ ক্লাশঘরে ক্রমাগত প্রাপ্তমনস্ক হয়েছি
তোর ঠোঁট লালায় মাখামাখি
—জিপার টানতে যতো আজন্ম বাধা;
একলা কফির টেবিল, গোল আলো, ধূম্রজাল...

সেইসব মাংসল মুখ, মুখের পেশী আর তীক্ষ্ণ চোখ
বন্ধু ভাবি না আর কাউকে কোনো একজনা

নিউ পিজি, ওল্ড পিজি

আর জলাশয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে সদ্যোজাত পোকাদের দলে
খোপ খোপ হস্টেল-ঘর থেকে এইমাত্র জেগে ওঠা ছাত্রদের কাকলি
ভেসে যায় বিচ্ছিন্ন বায়ুস্রোতে
আকাশের অচেনা কোনে ফিকে হয়ে আসে অস্পষ্ট শুকতারার রঙ
কেয়ারি-করা ফুলগাছ নষ্ট করে দিয়ে গল্পের গরু
ঝটপট ঢুকে পড়ে স্নানঘরে
স্নানঘরে জল ঝরে জল ঝরে দেয়ালে দেয়ালে
সাবানসুন্দরী কনডোম আর টেনিসতারকার বিজ্ঞাপনে ভরে যায় অমন দেয়াল...

ওৎ পেতে বসে আছে সেই সে সময়
মৃত শামুকের খোল দিয়ে গেঁথে নেওয়া মালা পরে
অপেক্ষায় রয়ে যায় বন্ধুর বোন
এই নিচে আরো নিচে জলেদের দেশ
জলের অতলে ঘোরে লবণাক্ত পাখি
বালুঝড়ে দলছুট হস্টেলের ছেলে
ভারি মেঘ উড়ে আসে মাথার ওপর

জার্নাল, নব্বই

প্রশ্রয়ের পর প্রশ্রয় দিলে সে-তো উচ্ছন্নে যাবেই

তোমার কোলের তলায় হাঁ-মুখ থেকে গলে পড়ে স্রাব
ইঁটের পাঁজার আড়ালে লুকিয়ে থাকো বিবর্ণ তক্ষক...

কেউ যেন একটার পর একটা জ্বলন্ত চুল্লি
আকাশ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মেরেছে—
সোরা ও গন্ধকের স্তূপ থেকে
ঝাপসা দৃষ্টি মেলে জ্যান্তো হয় আদিবৃক্ষের সাপ,
চোখের কোল থেকে উপচে বের হয় ক্বাথ
মেডিকেল কলেজের, প্রেসিডেন্সির, যাদবপুরের ঝিলপাড় থেকে
ছুটে আসে নিহত ছাত্রের শব—
চ্যাটার্জি ইনটারন্যাশনালের মতো উঁচু বাড়িগুলোর মাথায় পুঁজ জমে
সাইরেন বাজাতে বাজাতে ছুটে যায় শিক্ষামন্ত্রীর কনভয়
তোমার শরীরের নিচে তখন কিলবিল করে মৃতসময়ের রোদ
ঝরাপাতার সাথে সাথে টিবি হসপিটালের দিকে
উড়ে যায় তাহাদের স্বপ্নের দিন
'ঐ ঐ এল্ বাসে চলে যায় তিমিরবরণ'
গিটার বাজিয়ে তবু ঝিন্‌চাক ভেসে থাকে তোমার কলেজ
উখরার গ্রাম থেকে তোমায় ডেকে ফেরে কতো কতোজন
বন্ধ কারখানার যৌথচুল্লি ডেকে বলে,'রাতে খেও আমাদের সাথে'
প্রিয় বীরের শ্লোগান অক্ষত থাকেনা আর ইউনিয়ন রুমে

ভণ্ডের আত্মবিজ্ঞাপনে মুখিয়ে থাকে দেয়াললিখন

বৃহস্পতিবার

ধরো সেদিন শান্ত দেবদারুর মতো
অনায়াস প্রেমে মজে গেল কালো তিল,
যাকে মিথ্যা পরিচয়ে আমরা ডাকি জুরো-ঠোঁট...
চারতলা বাড়ির নিচু বারান্দায়
একটা বয়স একটা সম্পর্কের খণ্ড-ছায়া :
লেডিজ হস্টেলের কোনো কোণের ঘরের বিছানায়
আমার লণ্ডভণ্ড ভাঙাচোরা মুখ
সমস্ত সেলুন বন্ধ তাই তিনদিনের বাসিদাড়ি মুখে নিয়ে
চুম্বনস্পর্শে ছুটে যাই; বাথটবের মতো বিরাট বেসিন ভর্তি
শুধু বমি শুধু বমি
সমস্ত ঢেকুরে শুধু চিকেনের গন্ধ...

একছুটে কোনো কলোনির নিচু-নিচু ছাদের তলায় ঢুকে পড়লে
নিজেদের কোমর আঁকড়ে ধরে নিজেদের হাত—
নারীলোকেরা কিছু রাজনীতি কিছু ক্যাম্পাস চেনাতে শুরু করো
পি.সি. চন্দ্র জুয়েলারি বা ট্রেডার্স এসেম্বলিতে
সারাবছর তালা ঝুলুক;
বন্ধুদের ধাক্কা খেতে খেতে স্পষ্ট হোক
বত্রিশ নম্বর ঘর, চৌকো বিছানা
—মদের দোকানে কোনো মদ নেই আজ

বিকেল

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিকেল ফুরিয়ে যায় যার
সেই মেয়েটির বিকেল মানে কমে আসা রোদ
বা বৃষ্টির আলো : দূরে, বড়ো রাস্তায়
শহরের বুক ফালা করে চলে যাচ্ছে
বাস অটো এবং ট্রামের লাইন

আমাদের শিশুগুলি সুইমিং কস্টিউম আর ভারি তোয়ালার
মধ্যে থেকে মেলে দিচ্ছে ক্লান্ত চোখ...
'গত জুনে এই সময় কী বৃষ্টি কী বৃষ্টি'
কাফে-র টেবিল ভিজে যায় অগভীর নারীচোখ
আর পাখি পাখি খেলছে যারা অথবা
যারা শুধু ফাইনালটুকু দেখবে ভেবে রেখেছে
তাদের আড্ডায়।
পায়ের নিচে খলবলিয়ে উঠছে ফোয়ারার জল, কাদা...

রুম লক্ করে হস্টেলের গোপন কোটরে
নির্দিষ্ট বন্ধুর জন্য রেখে যাচ্ছি চাবি : অথচ শহরেই আছি;
আটদিন কাশবনে আত্মগোপন—
বাতাসে গাঢ় বিষ। বুঝলি মেয়ে, বেশ ভয় পেয়ে
আমি তাই খুলে ফেলছি জানালা-দরজা
—এখন বিকেল॥

ধর্মকথা

আমরা যারা আয়নার মুখোমুখি হই
ছোটোবেলা থেকে রাজনৈতিক সামাজিক ও যৌনশিক্ষার অভাবে
মুখ দেখে বুক দেখে বই দেখে সময় কাটিয়ে দি
চোখ শ্বাস বন্ধ করে দুহাতে ঘষে যাই হৃৎপিণ্ড
টিভি বা সিনেমা না দেখলেও আমাদের দিন চলে যায়
আমাদের খোলা আছে পুকুরপাড়, কলতলা আর বাথরুমের খোলা ছাদ

মেঘ দেখতে দেখতে যদি দুপুর পার হয়
শ্রমিকদরদী মিছিল বিপক্ষে আতঙ্ক ছড়িয়ে যাও
হলুদ বোতলে কারো যৌবন বদ্ধ থাকলে
নারীলোকেরা তোমরা অনশনে নেমোনা প্লীজ
শচীনন্দনপুত্র আনন্দগোপাল রাতভর স্বপ্ন দ্যাখে পান্‌সি ভাসায়
কঁক্ কঁক্ খোকা কাঁদে পুত্র কাঁদে রাজীব রাজীব

এই সব বেয়াদব গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে
প্রকাশ্যে ছড়িও না আর সন্ত্রাসের বিষ
প্রভো! আমাদের বুকে কোনো রক্তকফ জমে নেই আর

অভিসার

'তাহলে কী করতে বলো? অন্ধ হয়ে শুয়ে থাকব ঘরে?'
—শঙ্খ ঘোষ

মানুষ প্রথম যখন হায়ারোগ্লিফিক্সে নিবেদন করেছিলো প্রেম : গোল বৃত্তে
নেচেছিলো, ধারালো অস্ত্রে বিদ্ধ করেছিলো পশুর উষ্ণ মাংস,
পাথরগুহার বাইরে পাকে পাকে উঠেছিলো ধোঁয়া, যোজন যোজন
জমিতে বুনেছিলো শস্যবীজ—
সেদিন প্রথম তার অনুভব পাপ ঘৃণা আর অপমান বিষয়ে;

নীলনদের পারের সভ্যতাকে উদ্দেশ্য করে শতাব্দীশেষের
তরুণ শিল্পীর ক্যানভাসে জমে ওঠে সময়ের ক্ষত...
আকাশের ওপাশে ভিড় করে গাঢ় হয়ে আসা
হোমোসেপিয়ানদের ছেঁড়াখোড়া ছায়া,
হস্টেলের ছাদে রোজরাতে চুপিচুপি উঠে যায় যে বোকা মেয়েটি—
দু'হাতের মুঠোয় আগুন জল আর মাটি :
একটি নক্ষত্র যেভাবে ঢেকে যায় চাঁদের কুয়াশায়
—তার উষ্ণ করতলে গৌরপ্রাঙ্গণের দেবদারু-চুম্বনস্মৃতি
ঝরে যায় ঝরে যায় অকালে ঝরে যায় স্থির-জ্যোৎস্নায় সেভাবে...

রিহার্সাল

একটা ফোনের অপেক্ষায় সারাটাদিন
বন্ধঘরে সারাদিন

স্থির একটা আবাসের সন্ধানে এ শহর ও শহর

বুক ভেঙে কান্না এলে, মন খারাপ হলে
খাদ্য রাখা আছে কবিতার খাতায়
গানের ক্যাসেটে

একটানা গিটারের কোরাসে
বন্ধ জানালার বাইরের কাঠফাটা রোদে
পোড়ে সিগারেট, অসফল স্বরলিপি আর
ঘনিষ্ঠ উষ্ণতা

মা-কে

কখনো কখনো কোনো কোনো নেশাও ব্যর্থ হয়, ব্যর্থ মনে হয়
প্রেম ঘৃণা ও শোক ক্রমাগত সঞ্চরণ করুক তোমার গালে মেজো বউ
যৌবন ভুলে যাও? মনে করো একভিড় চক্ষু বিদ্ধ করছে তোমায়—
ভ্রমণ ভুলেছো তাই আক্ষেপ রয়েছে
অন্ধকার মনে রেখে আতঙ্কে কাটাও সময়,
সময়ের ভীরু উদ্বর্তন :
পরোক্ষে বসাও চোখ— ঘ্রাণচক্ষু জমে যায় অনর্গল স্মৃতিকথনে...

আমাকে ফেরত পাঠাও ওখানে, অন্ধমুখে—
যার উল্টোদিকে ঝাঁপ দিয়ে ক্রমাগত জন্মে উঠেছি

নিরাশ্রিতের চিঠি

এখন সময় মানে রুটিনমাফিক ঘুম ও জাগরণের
মধ্যবর্তী নিরাশ্রিতের জীবিকাযাপন শুধু

আর একা ভালো লাগেনা ভালো লাগছে না একা একা
বস্তুবাচক মানুষ-মানুষীর ভিড়ে
কে আমায় শুশ্রূষা দেবে? কে দেবে প্রকৃত আশ্রয়?

টেলিফোনে বিরক্তিসূচক যতো অবহেলা
ক্যাম্পাসকল্লোল থেকে দূরে ঠেলে দিলো আমায়
রাত বাড়ে যতো ইচ্ছেরা ডানা ঝাপটায়
কূটবুদ্ধি প্রতিবেশীরা কেড়ে নিতে চাইলে সময়
রুগ্ন দিনের ফাঁকে ঝরে পড়ে ছিন্ন পাতা

আমার প্রত্যহ এখন উচ্ছ্বাসবিহীন
উদ্দেশ্য-হারানো এক লোকগানের মতো
ক্লান্ত দিগন্তে স্থির। বালকবেলার সেই সব জানালার
বর্ষা-দুপুর... ভেসে যাওয়া গলি, ড্রেন, কাগজের নৌকো
কোচিংক্লাশ থেকে শিখে আসা রেডিও-ফুটবল
আমাকে আশ্রয় দাও সেই নিশ্ছিদ্র সুরক্ষায়
যখন রাত্রি মানে গরম ভাত আর আলুপোস্ত
দিদিমার ব্যাঙ্গোমা-ব্যাঙ্গোমীর গল্প, টিউশন-ক্লান্ত পিতার
হাসিমুখ, মায়ের শাসন মেনে ডিসিপ্লিন্ড তিন ভাইবোন এবং
হ্যারিকেনের বাদামি আলোয় গেঁথে রাখা স্বপ্নসকল...

এখন গভীর রাতে ঘুমহীন একলা সময়
সেসব অতীত খোঁজে খুঁজে ফেরে স্নিগ্ধ আশ্রয়
—কে আসবে শুনতে এই বোবার সঙ্গীত?

সময়

অবিকল ছায়ার মতোন, কোনো একজন
কোথাও তোমার অপেক্ষায়

কিভাবে শরীরকে ছুঁয়ে নেয় বয়স
পরিবর্তিত, তবু সাদাচুল তোবড়ানো গাল
মুহূর্তে চিনে নেয় বন্ধুস্বজন

কথা হয়; বিলম্বিত দুপুরে বাড়ে অপেক্ষা

গল্পের গরু

আর প্রবল বৃষ্টি, বৃষ্টিতে আমাদের বাইরে বেরনো বারণ
ছোটো-মেজো-পেল্লায় বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শরীর ভেজাচ্ছে
শরীর ভেজাচ্ছে চিৎ শুয়ে থাকা বেকবাগানের সহস্র পাগল
নিমগন্ধ পার্ক বা রেস্তোঁরার আবছা কোণের প্রেম

আর তখনই সুদূর মফস্‌সলে বাঁহাতে বাইসাইকেলের হ্যান্ডেল
অন্য হাতে দিগম্বর ছাতা...
এখন গল্পের প্রেমিকও দুপ্‌দাপ্‌ গাছে চড়ে যায়

স্মৃতি

মাঠের মাঝখানে হিম জমে, আর চওড়া চওড়া কাঠের সিঁড়ি
উঠে গেছে দোতলায় স্টাফ-কোয়ার্টারে টবে রাখা গাছের সারিদের
গান হয়ে ওঠার অপেক্ষায়। হাঁপাতে হাঁপাতে ঢোকা দেরি করা রিহার্সালরুম,
কী ব্যাকুল মনোযোগী বেজে চলা কর্ড, সাউন্ড চেক্‌ আর
ক্রমাগত লিখে ফেলা সুর, পরিচিত নিরালা সফর :
উলটে পালেটে যাওয়া কফি বা তামাকপাতা
বড়ো বড়ো বাদাম গাছের তলে নিঃশব্দ ম্যাটাডোর

সারাটা ক্যাম্পাস তখন ঘুমে অচেতন
বত্রিশ নম্বরে যাবে আপাতত মালপত্তর—
ফিরে চলো ম্যাটাডোর ট্রামলাইন ফাঁকা রাস্তা কাবাব আর রুমালিরুটি
রাত্রি গড়ায় ধীরে ট্যাক্‌সি, না-থামা অটো বা হারবার অভিমুখে

এই যে উদাস মন, মনে-মনে ঝুলে থাকা প্রতিটি দিন
অভ্যাসের পর্বে পর্বে জমে যাওয়া উচ্ছ্বাস তারই কিছু উদ্দীপনা
এটুকু, যে-টুকু সম্বল তারই মধ্যে থেকে ভেসে যায় রেকর্ডেড ক্যাসেট
বা ক্যাসেটের হাসি বা সচেতন রাত জেগে চলা মেয়েদের
যতোটা সঙ্গ তাকে পাগল করেছিলো
তারই কিছু আভাসে ইঙ্গিতে ছড়ার মতো সুর করে গেয়েছিলো তোতাপাখি
শৈশবে, মনে পড়ে তার সবটুকু :
কলাবতী, সন্ধ্যামণি বা ড্রসেডা ফুলের থেকে পেয়ে ওঠা শ্বাস
মুগ্ধ করেছিল তাকে;
অন্তর্বর্তী সমস্ত দ্বিধার থেকে
আলাদাই ছিলে তবু কেন এতো অবিশ্বাসী মন?
বৃষ্টিভেজা কতো কতো সন্ধ্যার পথে কতো কতো স্বপ্ন, নিয়ন আলো, শপার্সস্টপ...

সোনাবন্ধুরে, এ-জন্ম এভাবেই দূরবর্তী বেঁচে যেতে হয়।

বন্ধ জুটমিলের গান

ডিম ফেটে গেলে এভাবে কঁকিয়ে কাঁপে রাত, পাখির দল
পাড়ার মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া পুকুর আর
বয়ে যাওয়া পাঁচজন অসম ছায়া—
হুস্ শব্দে উড়ে যায় মেঘ :
পেছনের অন্ধকারে স্পষ্ট হয় তীরন্দাজ যোদ্ধা শরীর।
মাইল মাইল দূরে সেইরাতে একজনের খুব রক্তপাত,
প্যাকেটের পর প্যাকেট ফোলা তুলোর প্যাড ও চিঠির বাক্স...
অন্ধকার পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে ক্যাডবেরি বা পথশেষের আন্ডারোটির আস্বাদে
—পাড়ায় তখন কোনো ঘৌ নেই, প্রসারিত শান্তিকল্যাণ

মধ্যযুগ থেকে যেন কেউ অশ্বখুরে ধুলো ছিটোতে ছিটোতে এসে
একটানে তুলে নিলো আমাকে তার নিজের পাশে।
জাপটে ধরেছি পেছন থেকে—
তার পিঠের ঘামে ভেসে যাচ্ছে আমার চোখ ঠোঁট আর বুকের দুটো কুসুম;
সামনে চিম্‌নির ধোঁয়া সাইরেন আর হঠাৎ-হাজির কর্মীদের
মেনগেটের ওপারে ডানা মেলে সারিবদ্ধ উড়ে যাওয়া

মানে, দুটো হাত মিলেছে তাহলে—
একটা হাতুড়ি ধরে, অন্যহাত হাতুড়ি ধরায়।

আন্দোলন

কার্জন পার্কের দিকে মিছিল নিয়ে কেউ কেউ যায়
সিদো-কানু ডহরের গরম পিচের ওপর ডেবে যায় গোড়ালি
পুলিশের হঠাৎ আক্রমণে ঐ যারা কাপুরুষের মতো
ফেলে গেলো দাবির ফেস্টুন, ট্রেডলে ছাপানো লিফলেট
নিয়ানডারথালের সময়ও ক্ষমা করবে না তাদের যারা
দিব্যি রাজবন্দী সেজে লিখে চললেন বাজার মাতানো উপন্যাস

দ্বিতীয় হুগলী সেতুর পেছনের আকাশ থেকে তখন ধীরে ধীরে ধুয়ে যাচ্ছে কাদা
ভোরের রেডরোডে উড়ে যাচ্ছে বস্তীর ছেঁড়া পলিথিন
কেউ যদি আমাদের রুচি, শিক্ষা ও সংস্কার জলাঞ্জলি দিতে বলে
তবে এই ছিলো শেষ সাক্ষাৎকার
কবির ছিন্নশির এই পার্কের ধুলো, মাটি, মরাপাতা কেউই লুকিয়ে ফ্যালেনি

তন্ত্র দুহাজার

নিঃসঙ্গ অন্ধকারে এক টুকরো রোদের মতো উড়ে আসে ঢেউ
দুলতে দুলতে ভেসে চলে অনিশ্চিত ইস্পাতের নৌকো
তার ছুঁয়ে বৃষ্টি ঝরে পড়ে অঝোর
একফালি বিদ্যুতের মতো ঝলসে ওঠে পঞ্চরস অপেরার নাচ
ছুঁড়ে দেয় হাততালি-সিট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে যায় মেগাশহরের
সস্তা বোতলের ঠুংঠাং ঝংকারে গাঢ় হয় সাট্টার নেশা...
বর্গা আন্দোলনের আশ্চর্য ক্যানভাসে এঁকে রাখা পেট্রোকেমিক্যাল
টুকরো টুকরো আশা যোগ দিতে দিতে যোগফলে ভুল করা বৃষ্টিপাত
রফিকদের হাতে কেন অস্ত্র তুলে দাও?
ঘৃণা আর অবিশ্বাসের অ্যাসিডে পুড়ে যাওয়া গ্রাম,
মুক্তবাজারে এসে দেখে যাও নাচ—
কীভাবে ডটকম্‌বিদ্যার নগ্ন স্ট্রিপটিজে লালা ঝরে মন্দির-প্রতিষ্ঠাকর্মীর!
হাতে তুলে নেওয়া টাঙ্গি আর বাংলা রাইফেল—
এ নাটকে রফিকই নায়ক। মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, কী কাণ্ড দেখুন,
শেষ ঘন্টা পড়ে গেছে
অথচ সুধী পরিচালক এখনো আপনাকে কোনো চরিত্র দিচ্ছে না—

একক

শরীরটাকে ফেলে রাখা আছে তারে, মেলে দেওয়া আছে—
ততোক্ষণ যতোক্ষণ আকাশে মেঘ ঘিরে ফেলে বৃষ্টি না হয়;
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসের ডায়েরিতে
কোনো খবর নেই
কোনো খবর নেই এখনো
এখনো এই মানচিত্র-ভূমণ্ডলে..

শুধু গভীর সমুদ্রে আছড়ে পেড়ে ফ্যালা আছে
নেশা-ভাঙা এক মাটির মানুষ।

উদ্বাস্তু

নেতা তুমি ফিরে এসো কাকভোর শহরে, মফস্‌সল ট্রাফিক জ্যামে—
নেশাতুর বিকেলে স্পষ্ট হয় কলোনির অস্পষ্ট চাঁদ
শুয়ে থাকা স্পর্শবোধে আকুল প্রতীক্ষা
চোখের সামনে ঘোরে অতিকায় যুবতীর ছায়া;
প্রচণ্ড ভয়ে বিন্দু বিন্দু জমে ওঠে স্বেদ...
স্বপ্ন দেখিয়েছিলে নেতা দুর্যোগে যোগান দেবে বীজধান ও রুটি
ঝিম্‌-ধোঁয়ায় নুয়ে আসে গিটারের রোমশ ডানা...
একটানা কবিতা শুনতে শুনতে ঘোর লাগে,
ভারি হয় মেঘ, চক্ষুপল্লব—
অঝোর বৃষ্টি পড়ছে নেতা। রাস্তায় কুকুর বা ট্রাম কেউ নেই

স্বপ্ন আসে, অ্যাকোয়াগার্ড ফিলটার জলে ভেসে ওঠে কৃমি।
ভারি হয় রাত্তির : আর স্বপ্ন-দোষে বা ভয়ে কেটে যায় ঘুম প্রতিদিন,
জ্যোৎস্না-মাখা ক্লিনিকের ফেলে দেওয়া তুলো আর
ব্যান্ডেজের ঘন সাদা স্তূপ থেকে দৃষ্টি মেলে চায়
আমাদের ফেলে দেওয়া নিহত ভ্রূণ,
স্বপ্ন আসে...

উৎসর্গ

'ব্রাত্য ব্রাত্য' বলে দলছুট ভেংচি কাটতে কাটতে চলে গেল রোদ্দুর
জীবনের যা-কিছু সঞ্চয় উপেক্ষায় উড়িয়ে দিলে মাটি—
নিজেকে লেখা ঐ সব পলিটিকাল-ব্যক্তিগত চিঠি
নতুন বন্ধুদের একদিন দেখিয়ে ফ্যালে কেউ;
ঝাউয়ের বন্ধুরা সার সার দাঁড়িয়ে
পাহারা দিয়েছিলো ঢেউদের : আর ঢেউয়ের বন্ধুরা
হেসে লুটোপুটি খেয়ে জল হয়ে ভিজিয়ে দিয়েছিলো লেখা
মাটি একা একা বসে তখন ধসে যেতে দেখেছে জমির পার, সমগ্র অঞ্চল

মাটি যেদিন মারা গেল, সেইদিন সমস্ত শহর মগ্ন ছিলো গানে, হট্টগোলে
মাটির বন্ধুরা, মানে স্বজনেরা 'হরিবোল' ধ্বনি দিয়ে চলে গেল...
শুধু একা ঝাউ দূর থেকে দেখছিলো টমেটোর খেত, খেতের সবুজ
আর খেতেরই রোদ্দুর

ধীরে ধীরে নেমে আসছে রাত

সূর্যোদয়

মোড়ে মোড়ে বুড়ো হয়ে গেল যুবকেরা :
সোনালি-সন্ধ্যায় ঝিম্ গলিপথে ঘুরপাক,
স্খলিত গমন।
দুলে দুলে শহর গড়ায় ফ্লাইওভারে বাইপাশে মেট্রোগলিপথে
ব্যস্ত-বাইকে ঘোরে তরুণী উচ্ছ্বাস—
ফুটপাথ ভেসে যায় মেগা-মহিমায়
শহরে এখন, অপারেশন সানশাইন।

বিচ্ছেদপর্বে

আমার দুইদিক জুড়ে তোমাদের ঘনশ্বাস-সত্তা...
ঢেউয়ের বিরুদ্ধে এক ক্ষেপীর মাথা কুটে-মরা অশ্রুপাতের রাত
আমাকে ফেরাও কেন্দুলী, অসুখ-অস্তিত্বে ভরা এই স্তব্ধতায়—
পাঁজরের পিয়ানোয় বাজে বিষণ্ণ ভৈরবী
কুয়াশা মাখানো কোনো মায়ার সকালে।

নবজাগরণ

প্রায়-প্রত্নজীব ঘোরে শহর চতুর্দিক উপত্যকার অন্ধিসন্ধি গলি
চলার প্রথম পদক্ষেপ থেকে দেখে রাখা ঘরদোর :
অজানা বাড়ির ছাদ, ছাদে তোলা ঘর, রেলিঙের শাড়ি
খোপে থাকা গোলাপায়রারা—
একটু উস্কে গিয়ে বয়স্কদিদিদের ঢলাঢলি যৌথপরিবার
অনার্য রমন শেষে প্রতিবেশীর মধ্যবিত্ত আত্মকণ্ডূয়ন
অলস দুপুরে তোলা পরিশ্রান্ত আড়মোড়া, হাই...
এ তুমি কোথায় চলেছো, সদাগর আরো দূরে অতিদূরে বসতি বেঁধেছেন
সপ্তসিন্ধু নৌবহরে মউ-চুক্তি করে রাখে নয়ের দশক
চেনা শহীদের পোস্টার লটকে বাতাসে অল্প অল্প নড়ে নটদার চায়ের দোকান

ঐ একা চেনা সিন্ধুর পারে উদাসী দাঁড়িয়ে সদাগর,
বাতাসে উড়ছে তাঁর চুল সাদাদাড়ি আর দার্শনিক উপেক্ষা
শোনো প্রত্নজন, মেঘের গভীরে গভীরে রোদ ফ্যালো
রোদেদের দুইহাতে পালক লাগিয়ে করো গ্লাইডার
গোঁত্তা খেয়ে থুবড়ে পড়ো বাংলাদেশে ঝরে-পড়া অস্ত্রের মতোন

সদাগর একেলা যাবেন বাণিজ্যে কালাপানি পেরিয়ে আলোকবর্ষ দূর

সামুদ্রিক

যারা কখনো সমুদ্রে যায়নি
অথবা সমুদ্রে নামেনি
তাদের ঝটপট দুটো উপদেশ,
এক. ডায়মণ্ডহারবার দীঘা বা পুরীতে কোনো সমুদ্র নেই

যাকে পুরোপুরি চিৎ করে পেড়ে ফেলা যায়
উপুড় করা যায়; দুইবুক থেকে স্বচ্ছ আঁচলের মতো
খুলে নেয়া যায় নীল ফেনারাশি— ঢেউগুচ্ছ...

যে বালিতে বসে থাকতে চায় বিয়র নিয়ে বা বার্ট্রান্ড রাসেল হাতে
কীভাবে অন্য নারীরা নারীলোকেরা ঢেউ মাখে বালুমাখে
কাঁকড়ার দাঁড়া তাকে ছোঁবে না
রোদচশমার আড়ালে সে মেঘ দেখে খাঁজ দেখে

তাকে কি নুলিয়া ডাকবো
ক্যানবিয়রের খোল যাদের খেলার খোরাক, কষ্টের সঞ্চয়

সাতদিনে অন্তত সাতষট্টিবার ক্যামেরা ঝলসালো
টানটান উত্তেজনা ছাড়া পিকনিক বা হনিমুন জমে না
যাদের হনিমুন নেই অথচ পুরুষ আছে নারীলোক আছে
তারা বিছানা ভাগাভাগি করে নেয়

নীলজলে কোমর ডুবিয়ে বাষট্টি জনের মধ্যে একমাত্র সে-ই
'ডুবে যাচ্ছি ডুবে যাচ্ছি' ডাক ছাড়লে কলেজদিনের সমস্ত দুপুর-বিকেল
সমুদ্রতীরে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে যায় অ্যাটেনডেন্স দেবে বলে;
যদি ঝাউ থাকে— অবশ্যম্ভাবী তার মাথায় কাক হাগবে

তাকে কি নাবিক ডাকবো
সরু ঠোঁটে টানতে টানতে যার সিগারেট উত্তেজনায় পরিপূর্ণ হয়
'এখানে নেশা করিস না, ধরলে নারকোটিকস্ কেস
দিয়ে দেবে মাইরি'; কালোচোখ উল্টোদিকে মুখ রেখে বালুঘর বাঁধে

বাষট্টি থেকে দলছুট দুজন তখন আড়ালে লুকবো লুকবো
ঘনশ্বাস কাছাকাছি, 'নীল, তুই লক্ষ্য রাখ কেউ কি আসছে?'
তখন ঝটাপটি; বালুঝড় বৃষ্টিপাত বজ্রপাত শুরু হয়ে যায়
শঙ্খ লাগে রজ্জু ভাবলেও খুব ভুল খুব ভুল
বন্ধু নিয়ানডারথাল! এইটাই দুনম্বর সাবধানবাণী

প্রিয়তমাসু

সমস্ত পারিপার্শ্বিকই মজুত ছিলো—
অথচ তোমার সামনে কোনো ঠিকানা ছিলো না।
ছেঁড়া পৃষ্ঠার মতো তুমি ভেসে যেতে উত্তর থেকে দক্ষিণ...
তোমার বালিকাবেলার ফ্রকে শুকিয়ে যাওয়া রক্তদাগ, টোপাকুল
আর তীব্র মনখারাপের দুপুর
ভেঙে-যাওয়া যৌথপরিবারের নিষ্প্রাণ অ্যালবামে
অল্প অল্প দোলা দিয়ে গেলে
বিউটিপার্লারের স্টিমবাক্সে ত্বক সেঁকতে সেঁকতে ছুঁড়ে দেয়া উপেক্ষার আলো
অন্ধকারের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে দেয় তোমায়।

নিটোল বিশ্বাসের গর্ভে দ্যাখো কীভাবে একটু একটু
জন্ম নিচ্ছে শয়তান কিলবিশ—
মানে তোমার পতনকালীন কিছু অপরাধবোধ।

লিটল ম্যাগাজিন

বন্ধুবিয়োগ অথবা ভেঙে যাওয়া যৌথস্বপ্নগুলি
তারের বিদ্যুতের মতো সঞ্চরমান থাকে তার শরীর-এঞ্জিনে...
বিফলতার ধূসর আগুনে জ্বালা করে দুইচোখ,
ক্রমশ কবিতা-অক্ষম হয় দুইহাত :
চেনাপথের মাঝখানে থেমে থাকে বৃষ্টিভেজা ট্রাম—
রেলিংতোলা খাটের মধ্যে থেকে দেখি হসপিটালের সিলিং,
সিলিঙের ফ্যানগুলি অথবা
দূরের পুরনো বাড়িদের শরীর ঘিরে বৃষ্টি...
টেবিলের চেনা-চোখ চেনা-গানগুলি
ফিরিয়ে রাখে মুখ;

বাংলা কবিতার মেন রোড ধরে হেঁটে যায় দুই প্রাচীন বন্ধুতা—
কবি ও সম্পাদকের

মধ্যবর্তী দিনসময়

যদিও প্রভূত সংকট, অর্থকষ্ট— ছন্নছাড়া জীবনপ্রণালী :
জীর্ণ দুপুরগুলোয় একফোঁটা রোদের মতো উড়ে আসে কাক
হৃদয়ে সম্পর্কের বিষ জমে থাকে, গভীরতর...
ত্বক ঠেলে ঠেলে বের হয় উইথড্রল সিন্ড্রোম;
নিচু পিঠের ওপর জমাট বেঁধে যাওয়া রোদ, উইলস্ ফিল্টার
খমকের ভেতরে লুকিয়ে থাকা ধ্বস্ত-গায়কের ওয়েডিং রিং—

আমাদের যাবতীয় বন্ধুত্বের চেয়ে ঢের বেশি সত্য নিরপরাধ-পাপ॥

শিকারকাহিনি

(সজল গোস্বামীর প্রতি)

কখনো ক্যামেরা, কখনো ওয়াকম্যান, সাদাকালো টিভি
রিমোট কন্ট্রোল : দুপুররোদের ঝিম্-ছায়ায় লম্বা-বেঁটে
বিষণ্ণ প্রতিকৃতিরা

আহত জন্তুর মতো লুকনো স্বপ্নেরা খান্তার বাজারে
সকাল আর দুপুর শহর চড়িয়ে ফেরে
উঁচু চিলেকোঠায় বসে স্বার্থপর ইচ্ছাগুলোকে তা দিতে দিতে
উল্টে যায় ডায়েরির পাতা
বৃষ্টির মতো তীব্র গতিতে মাথার ভেতর ঢুকে যাওয়া বিষাক্ত তির
মনকে করে তোলে বেহায়া বেপথু
উড়ে যায় বন্ধুর লেখা চিঠি, আহত সম্পর্ক...

মেঘে যদি ছেয়ে যায় লাল উঁচু বাড়িটার মাস্তুল
শীর্ণ কাক ঠোঁটে করে বয়ে আনে পুরনো স্মৃতি, প্রতিবেশীদের জঞ্জাল।
ক্লাশরুমের বাইরে লম্বা করিডোর, দিদিমণির মন্তব্য : 'আলোচনা
অসম্পূর্ণ! সরল বাক্যে লিখতে হবে'
নিউজপেপার ফটো অথবা পারিবারিক অ্যালবামে
উনিশশো সত্তর আর উনিশশো সাতানব্বই একই পরম্পরার শিকারকাহিনি

দূর হাসপাতালের ঠাণ্ডা মেঝেতে পুলিশি হেফাজতে
এই ডিসেম্বরে নগ্ন শুয়ে থাকে নিহত কিশোর
কুয়াশার ভিজে আলোর চৌমাথায় তখন উজ্জ্বল হয়ে থাকে
বেস্ট সেলিং বাইকের রঙিন বিজ্ঞাপন

ব্যূহচক্রে

সেও এক চক্রী, চক্রান্ত স্বভাব যার
উৎস থেকে ব্যাপ্তি তার সহস্রদলে অভিসন্ধিময়...

মুর্খ যারা তারা দিকনির্ণয় জানেনা
জানেনা কেরানিসুভাষিত ড্রাফটের মারপ্যাঁচ, কৃৎকৌশল
তাই বন্দীপাখির মতো মুর্খ হাঁটে মুর্খ চলে মূর্খ ছোটে অসামাজিক
তুলাযন্ত্রের হিসেব নিকেশে তার আশৈশব ভুল
অযথা ভ্রান্তি বাড়ায়
নুনবিদ্ধ কেঁচোর মতো ভূমিতে লুটিয়ে থাকে সে

আর যারা ধীরে ধীরে গড়েছিল অবিচ্ছেদ্য ব্যূহ
সেই নির্মাণে সহায়তা ছিলো যাদের সেইসব স্থপতি ও নৃপতি
এসো এসো ঐ চক্রে আহুতি নাও 'ব্যোম্ তারা' বলে
ঐ মুর্খ পুড়ছে আজ চিন্তাশক্তি চলৎশক্তিহীন
সাঁড়াশি চেপেছে তার হৃদযন্ত্র, পাকস্থলী আর অন্ত্র
ওভারকোটের মতো নিশ্ছিদ্র বশ্যতা এসো
যৌবনপ্রদাহে তাকে মুক্ত করে দাও পিটার ইংল্যান্ড মুসতাচ আর
ভন হিউসেন কলোনি থেকে

মাগো ভীষণ আতঙ্কে কাটে দিন
একোন্ চক্রে কোন্ ব্যূহে মুর্খ নিরাপত্তাহীন
একেলা মধ্যযৌবন, নিয়ম-অজ্ঞ, বালখিল্য, বাউলফকির
যন্ত্রে বন্দী ইঁদুরের ডায়েরি থেকে পাঠ করে সূর্যশিশির
মুর্খকে প্রাচীর বেঁধে আলাদা রেখেছো তাই উড়ে আসে
আত্মহত্যাপ্রবণ স্বরলিপি সন্ত্রস্ত ঋণের বিপ্রতীপে
সবুজশ্যামল কোন্ আকাশের সন্ধানে!

এমপ্যানেল্ড

লম্বা লম্বা সাদা কাগজে কালো সংখ্যার জাল বুনে
ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তোমাদের,
দিনাতিপাত করা তোমাদের উদ্বিগ্ন অভিভাবকের দল, দ্যাখো,
সেই খুশি সহ্য করতে না-পেরে ভোর হতে না হতেই
রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন...
রাত-জাগা বিষণ্ণ ক্লান্তি ছুঁয়ে ফেলবার আগেই এই শহরের
উড়ালিয়া স্রোত দোতলাবাসের ছাদে তুলে নিলো তোমার আহত-সাইকেল

এক বিস্তৃত ভূ-খণ্ডের ভেতর হু হু বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে
ছুটে যাচ্ছো তুমি স্বীকৃতির আলোছায়া-ঘেরা গুপ্তগুহামুখে,
তোমার স্নায়ুর গভীরে ঠাণ্ডা স্রোতে অবহেলায় জমে যাওয়া
অহঙ্কারী কৌমার্য অঝোর বৃষ্টিপাতের সাথে
কান্না হয়ে ঝরে যাচ্ছে পশ্চিমবাংলার বুকে...

তুমি তখন একটি নম্বর সংখ্যামাত্র হয়ে দিন গুণে চলো
কবে বাদামি এনভেলাপে মোড়া নিয়োগপত্র এসে
ভাসায়ে দেবে তোমারো ভুবন...

ডায়মন্ডহারবার

দরজার ওপারে তখন ছলছল শব্দ
জানুসন্ধি ধুয়ে দেয় নির্মল জলঢেউ
প্রবল উস্কানি ক্রমশ ছুঁড়ে ছুঁড়ে অচেনা বেলাভূমি
প্রথম করিয়ে নেয় একান্ত অপরাধ আর গান
ল্যাম্পের কেরোসিন শুষে নিয়ে উন্নাসিক শিখা
পোকাদের ছুঁড়ে ফেলে দিকচক্রবালে

অন্ধকার বেড়ে যেতে যেতে ক্ষয়ে যায় সাগরের চাঁদ
ভোররাতে ডেকে ফেলা অচেনা নগর
তারপর বিস্তৃত হয়, ধেয়ে আসে ট্রামলাইন সমীপে
অক্লান্ত ভ্রমণ তখন, করে ফেলা পুণ্যতর্পণ
মাগো! এমন ভ্রমণে মাতিয়ে রেখেছিলে এই জীবন

কবিতা উৎসবে

মনে মনে শব্দ বুনে বুনে অবশেষে পংক্তিমালা :

কবিতা শেষ করবার পর শ্রোতা-মেয়েটি উঠে চলে যায়
অন্য পাঠকের হাত ধরে অকস্মাৎ, হঠাৎই।
প্রস্তুতিপর্বহীন এরকম ঘোর অমাবস্যার জন্য
এতোটুকু তৈরি ছিলো না পথিক—
সমস্ত শরীর লম্বা লম্বা ডাল আর ঘনসবুজ পাতা দিয়ে
ঢেকে রাখে গাছ। কবিতারচনাহীন সেইসব এমনি দুপুরে
আস্ফালনে আস্ফালনে হীন হয়ে গেছি, হিরন্ময়॥

সিলেবাসে নেই

তবুও চমক জাগে হে রাত্রি দশবিদ্যাময়—
সকলেই খেলে ভালো, তুমি রাত্রি প্রথম বলেই
আউট হয়েছো তাই ক্ষয়ে যায় রানরেট-গ্রাফ।

প্রণয়ীরা ফোনে ডাকে, ডেকে বলে, 'জানাও প্রোফাইল'
গন্ধে বর্ণে পুষ্প ফোটে, বন্যায়-ভাঙনে তুমি দিশাহারা প্রাণ

কি যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে— শতরান কারো বা সঞ্চয়ে—
তোমার বরাদ্দে রাত্রি মাসশেষের ঋণদষ্ট মুদ্রা,
সাজিয়ে রেখেছো মনে যতো অপমান বসন্তদিনের
এসব মুদ্রায় কেনো সস্তা হাসি চৈত্রসেল নুন-রক্ত-কাশি
চক্ ডাস্টারে মাখা শ্রেণীকক্ষ অলীক
বৃন্তচ্যুত ক্ষমতার লোভ
ঘোর জ্বরে ক্যালপল দাগ দেওয়া ওষুধের শিশি
তোমার একান্তে আছে; প্রতিষ্ঠা-উচ্ছ্বাস আর কবরে পাঠানো চিঠি
লাদেন পেয়েছে বুঝি এগ্‌জাইলে বসে
ওসব শরীরে এখন শিলমোহর আমেরিকান ডাকঘরের

গাঁয়ের ছোট্ট ছেলে স্কেল নেয়, ছক কেটে টাওয়ার বানায়
ওদের ড্রইং খাতায় হুড়মুড় ভাঙে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার
রাত্রি, শোনো, টেলিভিশনে শব্দ গুড়ুম গুড়ুম
—মুদ্রাক'টি গুণে রাখো এবেলা যতনে॥

যেভাবে বিষণ্ণ উট বালুঝড়ে মুখে গুঁজে নেয়, ততোটাই উপেক্ষা—

মৃত-কাঁকড়ার খোল আর সমুদ্রপ্রাণীর নিশ্চুপ কঙ্কাল নিয়ে
ভিজে বালির তটে তাহাদের সমবেত সংখ্যা গণনা... এক দুই তিন চার...
ঐখানে হাত ধরাধরি... 'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই
গেছে বনে' গেয়ে চক্ষুতে চক্ষু বিনিয়োগ,
ধড়হীন বলিষ্ঠ ম্যানগ্রোভের শরীর ঘিরে
জমে ওঠে আরো পাঁচজন :
বাতাসে ছিন্ন তুলোর মতো ভেসে যায় ধোঁয়া—
'সিগারেট সিগারেট' আর্তনাদ করে ওঠে বয়স্ক-ঝাউ

ওদিকে তখন এক অন্য অভিনয় :
গাঢ় আঁধার ফুঁড়ে উঠে আসে ঝকঝকে চাঁদ
তার তলে আলো-ছায়া ঝিরঝির ঝিরঝির
একজোড়া নেশাগ্রস্ত ওষ্ঠ মুখে পুরে ক্রমাগত
চাটতে থাকে ভীষণ সতেজ দুই ঠোঁট
বয়স্ক-ঝাউ পুনর্বার চেঁচিয়ে ওঠে : 'জোয়ার জোয়ার'

হোটেলের বন্ধঘরে ঐ রাত জলে টলমল
ঝল্‌কে ওঠে নতুন ব্লেড
রাত্রি বারোটার নীলাভ ব্যালকনি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় ঢেউ
...অশ্রুঢেউ

কোলাপসিবলের পেছনে রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার শেষ হয় তখন
যখন রিং রিং শব্দে বেজে ওঠে ফোন, ভিজিটরস কার্ড নিয়ে
স্বামী আসে, সঙ্গে বান্ধব। পুতুলখেলার দিন থেকে
সত্যি সত্যি সংসার খেলা... অভিভাবক-দৃষ্টি এড়িয়ে
সিঁড়িঘরের অন্ধকারে কৈশোরের আমিষগন্ধ রক্তাক্ততা... বয়স পেরিয়ে
গেলে ঐ খেলা খেলবার তীব্র আকর্ষণ স্বামীকে
তুচ্ছ ভাবায়... স্বামীদেবতাও চান্স পেলে কুটো আঁকড়াবার
মতো প্রাণভরে ফুঁ দ্যায়... তবুতো শঙ্খ বাজেনা শঙ্খ লাগেনা
মাটি ফুঁড়ে দাম্পত্যের অসহায় খাটে আবির্ভূত বিষের ফোয়ারা—
সন্দেহ ঘন হয়। তীব্র হয় ক্রোধ।
অনভ্যস্ত হাতে উঠে আসে অ্যাসিডের শিশি
কাঁপা কাঁপা মন ফের ভরে যায় ব্যর্থতায়
একটি সম্পর্ক সহজেই হারায় মাতৃকুল বা মাতৃত্ববোধ
পশ্চিমবাংলার কোনো এক পরগণায় তখন ছেয়ে যায় মেঘ ও অতিবেগুনি আলো

এসব কথামুখ তোমরা সাজিয়ে রেখেছো
প্রতিটি কাহিনীর আদিতে
প্রতিটি সন্দেহের ফাঁকে ও ফোকরে
প্রতিটি সম্পর্কের গ্রাম্যতা বা নাগরিকতায়
অথচ হীনমন্যতা ও লজ্জার সমস্ত আবরণের মধ্যে থেকে
তবুও খবর চাই সন্তানের
নির্বিষ না হওয়া পর্যন্ত মস্তিষ্কের ঘিলু

স্মরণ

ঘাড় সোজা রেখে ভীষণ পেরিয়ে যাচ্ছে দিন
উড়ে এসে হাতছানি দিচ্ছে ঢালাও লোভ
চোখ বন্ধ রেখে মনে মনে তোমাদের ভাবছি
পার্টির চিঠি হাতে সহকর্মী ছুটে যাচ্ছে রাজ্যসম্পাদকের কাছে
কতো জোর করে সামলে নিচ্ছি আবার
বেপরোয়া সকালে টুপটুপ ফুটে উঠছে ফুল
বৃষ্টির প্রথম বিন্দু মাটি ছুঁতেই নিঃশব্দে স্পষ্ট হচ্ছে
সাতবছর আগের কোনো সকাল
—একবুক যন্ত্রণা অবিশ্বাস আর সন্দেহ নিয়ে
ভেজা কাপড়ে কারো অপেক্ষায় ঘন্টার পর ঘন্টা ঠায় মেয়েটি
রাতভর আড্ডায় মাতাল কবিরা কেটে নেয় ঘুমন্ত বন্ধুর চুল
প্রত্যেকদিন প্রতিটা ক্ষতমুখে ঝরতে থাকে পুঁজ আর উষ্ণ লাভা
তোমাদের ভাবতে ভাবতে ঘামে ভেজা শার্টের ভেতরে তলিয়ে যাই ক্রমশ
পেরিয়ে যাই দরজা বন্ধ হচ্ছে, দরোয়াজা বন্ধ হো রহা হ্যায়, ডোর ইজ...
আর পরবর্তী স্টেশন ও তারও পরবর্তী স্টেশনগুলি
চুপচাপ সিগ্রেট টানছি
পার্কের ভেতর থেকে কেউ কেউ চোখ মারছে সিটি দিচ্ছে কেউ
গাছের আড়ালে লুকিয়ে ধূমপান করছে স্কুলের ছেলেরা
লোনের কাগজের ওপর জমে উঠছে তামাককুচি
অপেক্ষা, আরো দীর্ঘ কোনো রাতে
কোনো মহিলা-আবাসে টেলিফোন বেজে ওঠবার
রি-রি-রি-রি-ং-ং-ং

উত্তর-আধুনিক

প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংলাপে সম্পাদিত কথা বলে চলা মানে
খুব যে একা একা সময় কাটানো এরকম মনে হওয়া যুক্তিহীন;
বড়োজোর ব্রয়লার চিকেন কুচিয়ে কুচিয়ে
ওজন করানো, দু'চারটে ক্যাপসিকাম, মাঘের টমেটো আর
কড়াইশুঁটিতে বাজার ঝোলানো—
প্রবঞ্চনা করে গেল কয়েকটা নতুন গান যদি
তবে কিসের ছন্দ মেলানো
হুতাশে গিটারে কবিতা বাজানো!
শিকড়ে বয়স বাসা নিলে
চর্চার খোদলে খোদলে জমে উই, ছত্রাক, পিপীলিকারা...
উঁচু থেকে বাগানো দূরবীন :
অর্বাচীন, খুলে রাখো পাজামা-দস্তানা!

ভোটযাত্রী

ক্রমে একটা বেছাঁদ আকৃতিতে পরিণতি—
ব্যক্তিবৃত্তের পরিধি জুড়ে রসে ভরপুর মস্তিষ্কের
একটা কুয়োর ব্যাঙে রূপান্তর তার;
যেটুকু ধীশক্তি তাকে ধীরে ধীরে ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙে পরিণত করেছিলো
সেই ঊন-মৈথুন সময়কালের এদিক ওদিক
উড়েছিলো দু'একটা জোনাকপোকা...

বদ্ধ জলাশয়ে মনমরা ক্লান্ত চিলের মতো একা একা ভেসে থাকে সে

পাহাড়ের ওপারে যেভাবে মালিক
লালছোপ পেছনে মেরে গুণে নেয় ভেড়া
সেরকমই ইনডেলেব্‌ল-কালির তলায় শুয়ে থাকে
আদমসুমারী-খচিত কিছু সংখ্যা—
পরিণত বৃদ্ধের মতো কেউ গুছিয়ে নেয় ইনসিওরেন্স যেন

•

তার গোল গভীর নিচু জীবনে উড়ে আসে পোস্টাল ব্যালট—
আদিবাসী গ্রামের গভীরে তখন সূর্য অস্তপ্রায় :

আর সে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়...

প্রকাশ্য সমাবেশ

সেইহেতু রমণীয় রঙেতে রাঙানো থাক দৃশ্যপট।
তুষারপর্বত থেকে ঝরে ঝরে এলো বরফঝড়,
কাত্‌লাপুকুরের ওম্‌-উষ্ণ জলে খাবি খেতে খেতে
অদৃশ্য মৎস্যকুল এসে গেয়ে যায় মহুয়াসুন্দরী...
স্নায়ুনিয়ন্ত্রিত ঘরে রাত জেগে জেগে ইন্‌টারনেটে একাকী পর্যটন :
দু'চারটে কমলার কোয়া, মেঝেতে ছড়ানো এঁটো ভাত, দুধ অথবা
মহামতি ফঁড়ের জীবনী সংক্রান্ত ফ্লপির অর্ধেক খেয়েছে বোয়ালে
বাকি অর্ধেক জেলা সম্পাদকে॥

রাত্রি

৬৫ লিখতে চেয়ে, অনঙ্গমোহন,
সুচারু শিল্পের যতো সঘন গহন
দক্ষিণে দক্ষিণে মৃদু সায় দিলে
দাপটে উড়েছিল পাল, উর্ধ্বগামী—

টোকা মেরে খোকা তবু জেনেছিলো প্রশ্নাবলী
কোলগেটের চেয়েও আরো ভালো কোলগেট তোমাকে
মুখর হতে দেয়নি সেইদিন
শারীরিকভাবে আরো স্থির যাপনে অতলে...

কম্পনে যতোদূর বিদীর্ণ হাওয়া বয়—
শালবীথি বনানীর ব্যাপৃত তমসা
হৃদয়চৌপরে কোনোদিন পরিবেশিত
হলে চিরহরিৎ বন্ধুতা থেকে মুক্তি খোঁজে পাখি;
অনঙ্গমোহন, তুমি যখন রবীন্দ্রগানে বুকফেয়ারে লোনমেলায়
কি নিপুণ উচ্ছলতায় স্থির হয়ে যাচ্ছিলে
রাত্রির অন্ধকারের পর্বে পর্বে তখন থমকে যাচ্ছিলো ব্যাকুল নিস্তব্ধতা...

শিল্পবোধ

দেখে যা কিনে রেখেছি ২ লিটার থামসআপ
পরম্পরার মতো অ্যাসাইলাম-দিন :
জিভের তলায় লুকনো ট্যাবলেট... ঠিকে ঝি-কে বুঝিয়ে জবাই করা...
কীভাবে আবেগের উত্তপ্ত আবহের সময়গুলোতে নির্দিষ্ট হতো দিক
বিছানায় ছুঁড়ে ফেলা পরিত্যক্ত চিঠি, ক্যাপসুল স্ট্রিপ...
প্রদর্শনীতে মুগ্ধ চোখে 'আমাকে দেখুন আমাকে দেখুন' বলে
ছুটে আসা তরুণ-তরুণী;

—এইসব জাগতিক সাবলীলতায় আপাত লজ্জা পায় শিল্প-অঞ্চল।
রুচিতে বাধে। অসহায় বোধ হয় ক্রমাগত উদ্বর্তনের
আকাঙ্ক্ষায় ছুটে চলা শিল্পের সুষম গ্রীবায়
স্থানু হয়ে যেতে যেতে॥

চিলেকোঠার সেপাই

কেটে আছি, ছিত্‌রান সময়ে, বেঁচে থাকা পর্ববিয়োগে—
টানটান টাঙানো স্নায়ু অতিক্রম করে রোদ অথবা
নিয়নের আলো; মশ্‌গুল ফকিরী যাপন ঘিরে
ওড়াউড়ি করে ঘেষ্‌টানো ক্লান্তি-বিষাদ।
মন-চোরা ক্লেদজ কুসুম শুধু বিদ্রোহ করেছে
পিচ্চিদের হাতে উঠে এসেছে ব্যাট
রানওয়ে পেরনো বাকি

জীবন

এ গভীর জলতলে তবু ব্যাপৃত রয়েছে যা
অসীম নীলের থেকে টুপ খসে পড়া অযথা
বৃষ্টিবিন্দুর মতো একলা অসময়ে ভিড়ের ভেতর...
অথবা তখনো রয়ে গিয়েছিলো কিস্তিতে কেনা মোটরবাইক
ঐ পারে, গঙ্গার সুতীব্র বয়ে চলা স্থির অকপটে।

সরে যাওয়া আঁচল, টবের ক্যাকটাস এবং বিগত যৌনতা যতো
অপরিসীম উচ্ছ্বাসে আজো দীর্ণ এ হৃদয়ে
অনলাইন লটারির জাদুময়তা নিয়ে ভিড় করে;
তখনো যাদের নেই স্বাধীন বসত অথবা নিছক কোনো
লাইফ পার্টনার— তাদের ভাতের ভেতর
তাদের নেশার ভেতর তাদের ঘুমের ভেতর এক
নিরীহ বিষণ্ণতা খেলা করে। টেনিস কোর্টের
ওপার থেকে মিনিস্কার্ট পাড়ার স্টেফিগ্রাফ কী এক
ইশারায় তবু জীবনের গন্ধ ছুঁড়ে দেয়...

জন-গণ-মন

যতোবার তুমি ফিরে যাচ্ছিলে উৎসমুখে অনিন্দ্যকান্তি
এক প্রলম্বিত বিষাদ-মাখা আকুতি ছেয়ে ফেলছিল
তোমার বসন্তকালীন যাবতীয় দিবস ও রাত্রি

উজ্জ্বল কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াস, মানে তোমাদের ঠিক করে ওঠা মুক্তিদাতা ১৮ পয়গম্বর
তুমি খুব উঁচুতে মঞ্চের চেয়ারে আসীন তখন
নীচে সামনে গা ঘেঁষাঘেঁষি হাজার হাজার মানুষের মুক্তিকামী মাথা...
তোমাদের নক্ষত্রজীবনে এসে কোনো ঢেউ তোলেনা আদমসুমারী-খচিত এই জনগণমন
তোমার ব্রেকফাস্ট টেবিলের প্রতিশ্রুতিময় পেয়ালাপিরিচে
ভূমিসংস্কার সমবায়নীতি বা পরিকল্পিত অস্ত্রসংবরণ উদার অর্থনীতি
চর্চা করে স্টিল ফটোগ্রাফির
পঞ্চাশ পেরনো এই অসুস্থ শরীরে নীতিজ্ঞান পাপপুণ্যবোধ
ধীরে ধীরে পিছু হটতে হটতে সীমাহীন ঋণের সাঁড়াশিছোবলে
তোমাকে চিনিয়ে দেয় সংসদীয় দুর্গের মায়াজাল বিস্তৃত সিংহদরোজা
তুমি সুইংডোর ঠেলে ঢুকছো, হাঁটু পর্যন্ত তোলা প্যান্ট
পায়ের পাতায় কলঙ্কমাখা বর্ষার কাদা আর বগলে ঐ জনগণমনের দেওয়া
চূড়ান্ত নির্বাচনী শংসাপত্র

ধীরে ধীরে দরজার ওপারে চলে যাচ্ছো তুমি
মুক্তিকামী সাদা কালো উঁচু নিচু প্রত্যেকের জন্য জল রাস্তা বিদ্যুৎ আনবে বলে
অথচ কারণে অকারণে পঞ্চাশ বছরে কতোবার লড়ে যেতে চেয়েছে
প্রতিবেশী দুই দেশ...
তোমাদের নিউক্লিয়াস উইদস্ট ব্যালটপৃষ্ঠা থেকে
শতশত ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের ডিম পাড়ে তখন

গা ঘেঁষাঘেঁষি ঐ সব মাথারা ক্রমশ একভাগ দুভাগ বহুভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়
তোমার জীর্ণ টুপিতে উড়ে আসে রক্তমাখা পালকের টুকরো—
ভোরের শিশিরভেজা আজান বা সন্ধ্যার গির্জাঘন্টাধ্বনি
স্নায়ুর প্রবল চাপে আরো বেশি শ্রেণীসচেতন হয়ে ওঠে এইবেলা
উঁচু টুলে বসে দাঁড়ের তোতাটি হয়ে তুমি সুর করে মুখস্থ গান গেয়ে ওঠো
নিহত সৈনিকের বুকে এঁটে দেওয়া উজ্জ্বল পদকের মতো
তোমাদের সুছাঁদ জীবনে রোজ একটু একটু জমে ওঠে বৈভবের মেদ
নিচুজীবনে ভিড় করে আসে অনিশ্চয়তা

দুর্গের জানালা দিয়ে তুমি বাইরের দুনিয়াকে দ্যাখো
আবার ঝগড়া বেঁধেছে প্রতিবেশী দুইটি দেশের
পঞ্চাশ বছরের এই প্রায় প্রৌঢ় শরীরে জমে ওঠা ক্ষয়রোগ কুসংস্কার আর অশিক্ষার হাসি
তোমাকে মিনারে পাঠিয়েছে, অথচ তোমার কিছু করার থাকে না
ব্যক্তিগত গেরস্থালি গুছিয়ে নেওয়া ছাড়া—
১৮ পয়গম্বর তখন শিস্ দ্যায় ভেংচি কাটে
গঠনতন্ত্র বানায় নতুন শতাব্দীর

কেরিয়ারগ্রাফ

এভাবেই রঙ-ওঠা দেয়ালে সরীসৃপ চলন, স্থির চেয়ে থাকা...
দৃষ্টির ভেতর দিয়ে ভাসিয়ে দিলে দৃষ্টি
বোবা-ধরা সেই রাতে পটাপট খুলে গিয়েছিলো বোতাম
আমাকে তার নিজের মধ্যে নিতে নিতে খিলখিল ঝরনা হয়ে
ভিজতে চেয়েছিলো সরীসৃপ
যেন এক অদ্ভুত বাস্তবতাহীন প্রক্রিয়ায়
ভরাট চাঁদের কালো মেঘের গহনে তলিয়ে যাওয়া

বাঁশঝাড়ে আটকে আছে গতরাতের চাঁদ
নিচে, মাটিতে— ঘাসের ডগায় জমে যাওয়া স্বেদবিন্দু,
দগ্ধ সিগারেট, আমের শুকনো বউল, শালপাতার ঠোঙা :
দূরে নিবুনিবু তামাকের কল্কে... আকাশি ধোঁয়া আর
লাল চায়ের উষ্ণ-ভাঁড় বদলে দিয়েছে নাগরিক দৈনন্দিনতা
(কাল রাতে ফাটাফাটি দোতারা বাজাচ্ছিলো কালাচাঁদ ফকির)
অথচ শীতশেষের এই নিদারুণ ফাল্গুনে
খোয়াবে আমার স্মার্টস্কিন গন্ধকালীর দল
নেচে বেড়ায় গেয়ে বেড়ায় থৈথে-তাতা-থৈথে
ওদিকে ইম্পিরিয়াল হাউসের টপফ্লোর টেরাসে
আঠালো রক্তের মতো বয়ে যায় বিষণ্ণ ভৈরবী

একটানা ইনটারভিউ করছিলো কেউ তোমাকে যেন,
ক্রমাগত হ্যাঁ-না না-হ্যাঁ বলতে বলতে ঘোর লেগে যাচ্ছিলো তোমার।
মাথার ওপরের বিস্তৃত সিনেমাস্কোপে একে একে
ইতিহাস অর্থনীতি গণিত সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান আদিম চিত্রনাট্যে
অভিনীত হচ্ছিলো; ব্যারাকে অপেক্ষমান মেলট্রেন!
না জানা সম্পর্ক আর নিষেধের লক্ষ্মণরেখা বরাবর
ধার-করা জিন্সে পা ফাঁক করে এসে দাঁড়ায় আশ্রিত প্রেমিক।

ওদিকে মেলায় ছোটে সত্যান্বেষী কবি
গলায় ক্যামেরা আর বগলে রেকর্ডার বড়ো আনস্মার্ট—
তাই এবার সম্বল এক তন্বী হ্যান্ডিক্যাম
হোটেলের কামরায় তখন দরজা বন্ধ হয়। তোষক

পেরিয়ে উঠে আসে নগ্ন-রিসিভার :
কান রাখে কানে, কথা হয় কতো না রাত্তির...

আর পরিসংখ্যানের পর পরিসংখ্যান
বন্যায় খরায় নদীর ভাঙনে সন্ত্রাসবাদীদের
আক্রমণে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পঞ্চাশ বছর পরও
অধিকাংশই এখনো কৃমির মতো থকথকে
লালামাখা জীবনধারণে; ঠোঁটে রঙ
কোমরের তলায় বিষ বা অমৃত সবই খায় এমন রিসিভার।

—আমি তখন তলিয়ে যাচ্ছিলাম জীবনানন্দ বর্ণিত
সেই নরম আর উষ্ণ অন্ধকারের কোরাসে :
সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎস্রোতের মতো এক অজানা কম্পন...
আর সেই ক্লান্তি ছুঁয়ে ফেলবার আগেই এই শহরের
উড়ালিয়া স্রোত দোতলাবাসের ছাদে তুলে নিলো আমার
আহত-সাইকেল। এক যোজন বিস্তৃত ভূখণ্ডের ভেতর দিয়ে
হু হু বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটে যাচ্ছি আমি
স্বীকৃতির আলোছায়াঘেরা এক গুপ্ত-গুহামুখে... আমার
স্নায়ুর ভেতরের ঠাণ্ডাস্রোতে অবহেলায় জমে যাওয়া
অহঙ্কারী কৌমার্য অঝোর বৃষ্টির মতো
কান্না হয়ে ঝরে যাচ্ছিলো পশ্চিমবাংলার বুকে, তখনই
কানে তালা লাগিয়ে তীব্র হুইশল্ দিয়ে বাদামী আলোর বৃত্ত
ছড়িয়ে চলে যায় মেলট্রেন : যদিও বিন্দু বিন্দু ঘামের আশ্লেষ
পদ্মগন্ধে মাতিয়ে দিচ্ছিলো ঐ রাত
অতল গভীর থেকে চকিতে ফিন্‌কি দিয়ে
ভাসিয়ে দেয়া লাভাস্রোত আমাকে
ডুবিয়ে নিচ্ছিলো এক খ্যাপা শ্রাবণের দুর্যোগের মতো—
আমি শিউরে উঠছিলাম...
পরক্ষণেই প্রবল মাধ্যাকর্ষণে ডুবে যাচ্ছিলাম ডুবে যাচ্ছিলাম

সার্ভিস কমিশন কাগজে রোলনম্বর ছাপায়, চিঠি আসে।
সুইং-ডোরের ওপারে বসে থাকা তিনখানা গম্ভীরমুখ
তাকে তিনশো টুকরো করে পেতে রাখে টেবিলের ওপর—
হাজার ওয়াট আলোয় ঝল্‌সে যায় তার চোখ
মাথার ভেতর দিয়ে বয়ে যায় তীব্র সাইরেন

হর্ষে-উদ্বেগে-ভয়ে তার মরুভূমি-বুকে তোড়ে নেমে আসে বৃষ্টিদিন
স্বপ্নে তার ডানা মেলে উড়ে আসে বাদামী এনভেলাপ, কর্মসংস্থান...

যেন এক যোগী ধ্যানমগ্ন আছেন তুষার-আবৃত শিখরযুগলে
প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে যাওয়া অধরে
ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ছে উষ্ণ কফিবিন্দু :
আর আমি সেই উপত্যকার গুল্মময় কুয়াশায়
কাটাঘুড়ির মতো দিগ্বিদিক হারিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিলাম ক্রমশ—
আমার কাঁধে তার ভারি নিঃশ্বাস আর অদ্ভুত শীতলতা
স্লটার হাউসের ড্রেনে জমে থাকা পশুরক্তের মতো চটচটে তৃপ্তিতে
আরো নিবিড় করে নিচ্ছিলো,
জ্যোৎস্নার চাঁদ এসে চেটে যাচ্ছিলো কিছুটা ঢলে-যাওয়া
নিষ্পেষিত দুই গম্বুজচূড়ো; —এক আবহমান লেহন-প্রক্রিয়ায়
ধীরে ধীরে জেগে উঠছিলো ব্যাপ্ত চরাচর।

দিন যায়। মাস যায়।
সেফটিপিন দিয়ে সার্ভিস কমিশন তার শার্টে আঁটকে দেয় ৫১
...একটি নম্বর, পরদিন থেকে প্রতিরাতে
তার ডিনারটেবিলে ভিড় করতে শুরু করেন আইনস্টাইন মানিক ফ্রয়েড
রবীন্দ্রনাথ পুশ্‌কিন লোরকা জীবনানন্দ মায়াকোভ্‌স্কি পিকাসো
বাখ্‌ নেরুদা সুকান্ত ঋত্বিক এমনকি লালন ফকিরও—
সে তাদের চিনেমাটির ডিশে কখনো সমাজতত্ত্ব সৌন্দর্যতত্ত্ব স্বপ্নতত্ত্ব
কখনো নিজের হৃৎপিণ্ড যকৃৎ বা পুরুষযন্ত্র আবার
কখনো কখনো হেলমেট খুলে মস্তিষ্ক সার্ভ করে;
রাতভর পার্টি চলে, সে প্রত্যেকের হাতের পেয়ালায় তুলে দেয়
আজন্মলালিত তার যাবতীয় প্রত্যাশা
—অলীক নিয়োগপত্রের অক্ষর, ঘ্রাণ, স্পর্শবোধ...

অথচ এই ক্রমশ ঝুঁকে যাওয়া সময়ে
এক অজ্ঞাতকুলশীল নীরবতা এসে সূর্য-আলোর উচ্ছ্বাসে
ভাসিয়ে রেখেছে তোমার চতুর্দিক, তবু তুমি তলিয়ে যাচ্ছো—
তোমার ঘাড় পর্যন্ত ছুঁয়ে ফেলেছে ব্যর্থ নিম্নবর্গ-স্রোত :
বন্ধুরা একে একে মনের ডাক্তারের আশ্রয়ে যখন
কুটে মরে মাথা, —তোমার টেবিলে তখন এক আশ্চর্য ফকিরের
সাধনযন্ত্র উপুড় করে খোলা... অনেক নিঃসঙ্গ রাতে

খসে-পড়া হিমবিন্দুর শব্দে উৎস থেকে
ব্রহ্ম পর্যন্ত সহসা সচকিত হয়ে গেলে সচেতন রাতজাগা পাখি
ডানা ঝাপটায়। টেবিলের প্রান্ত থেকে ওপরের তাক
ঘরের সিলিং পর্যন্ত ছুঁয়ে যায় আকাশি ধোঁয়া,
আর মহাবিস্ফোরণের অপেক্ষায় ঋজু কঠিন সেই অস্তিত্ব তখন
মূর্তিমান স্ববিরোধীর মতো দুলে দুলে ফুঁসছে—
রুক্ষ বৈশাখদুপুরের লু বয়ে যাচ্ছে স্রোতের মতো সেই ঘন গহ্বরে
স্বপ্নের পিচ্ছিল নীল আলো দু'টুকরো শুভ্র থোড়ের মাঝে
নত হয়ে পড়ে থাকে :
এক প্রবল ধাক্কায় সেই কাঠিন্য ফালা-ফালা করে দেয়
যোজন-বিস্তৃত ঐ গোপন মহাকাশ॥

চৌমাথায় দাঁড়িয়ে থাকি। জেব্রা ছাড়া রাস্তা পেরনো যাবে না—
সমস্ত রানওয়ে জুড়ে, হাইওয়ে-গলি-টুকরো গলিতে
সতর্কীসূচক ঐ আলপনা... তোমার অস্থির আবেগের অবহেলায়
ক্যাম্পাসকোণে সন্ধ্যা নামে... টেবিলে তখন তুমুল দেরিদা-সুমন-
স্পিলবার্গ-আইজেনস্টাইন-সার্ত্র বা জয় গোস্বামী
ধোঁয়া ওড়ে, ছাইদানি উপ্‌চে ওঠে ক্রোধে...

এই অর্ধেক সন্ধ্যার ধূসর আকাশে এখন আধ-ভাঙা ট্যাবলেটের মতো চাঁদ,
যদিও অটোর দু'ধারে নামানো পলিথিন—
বৃষ্টিতে ঝাপসা বাইরের পৃথিবী সিগ্‌ন্যালে পড়ে গিয়ে স্থির।
জাদুদণ্ডের কুহকী স্পর্শে সহসা সচল ঘাড়গালঠোঁট—
(আসলে অর্ধেক সন্ধ্যার ধারাবাহিক প্রস্তুতির চূড়ান্ত অনুমোদন)
জায়েন্ট স্ক্রিনে ভেসে ওঠা জলজ সরীসৃপদের রেশমী বাহুমূলে
লুকিয়ে ছিটিয়ে দেয়া অ্যানথ্রাক্স বা ঘৃণা এবং
অবিশ্বাসের অ্যাসিডে পুড়ে যাওয়া গুজরাতের গ্রাম
বাগদাদের আবু গ্রাইব জেলে মার্কিনী অত্যাচার বা মনোরমার আগুন-জ্বলা মণিপুর
হিট বাংলা ব্যান্ডের সুরে গাইতে থাকে এক করুণ সোনাটা,
আর এই নরখাদক সময়ের মাঝে অসহায় দাঁড়িয়ে
থাকে এই সেকুলার কান্ট্রির সেকুলার জনগণমন!

অথচ সিগ্‌ন্যাল আলো থেকে
কিঅস্ক বোর্ডের মাসকুইলিন রশ্মিপ্রদাহ থেকে
টুকরো গলির ভেতর জমে থাকা মধ্যবিত্তের রঙিন টেলিভিশন সেট থেকে

বিকীর্ণ হয় এক মহাজাগতিক প্রভা; ঠিকানা-হারানো এক
নিরুদ্দিষ্টের মতো কললেটারের জেরক্স নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি!
কোন্ বাক্সে প্রণামী... কতো টাকার প্রণামী... কাকে ধরতে হবে...
তুমি তখন এসব কিছুর বিপ্রতীপে টিসুপেপারে পরিপাটি
মুছে নিয়ে নতুন করে রঙ লাগাচ্ছো ঠোঁটে :
'পারলে ছোটকাকে একটা ই-মেল কোরো নিজের
প্রোফাইল জানিয়ে' —অতৃপ্ত রোমান্টিকতায়
যেন অসময়ের বৃষ্টি নেমে আসে...
আর এক ভ্যাবলা গণেশ আমি কলম উঁচিয়ে বসে আছি
অন্যের প্রেমপত্র লিখে দেবো বলে—।

অথচ ক্যালেন্ডারে ছাপানো নানারঙের ঠাকুরের মতোই আমার
মাথার পিছনেও বৃত্ত হয়ে ঘুরতে থাকে ঐ মহাজাগতিক প্রভা—
যার স্নিগ্ধতায় রাগমোচিত সরীসৃপের আলস্য আর
তীব্রতায় নারীলোকেদের ত্বক-সর্বস্ব যাবতীয় আয়োজন
ষোড়শ-উপচারে প্রভাবিত করে রাখে এই ধ্বস্ত চরাচর...

জন্ম ১৯৬৯ সালে মালদহ জেলার ইংরেজবাজারে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা সাহিত্যে স্নাতক স্তরে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরবর্তী সময়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু সময় তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি করেছেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে। সাংবাদিকতা, প্রুফ দেখা, পত্রিকার অলংকরণ, বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকা থেকে গ্রামের স্কুলে চাকুরি— অনিয়মিতভাবে নানা ধরনের কাজ করেছেন। গঙ্গাতীরের ভাঙন-বিধ্বস্ত উদ্বাস্তু মানুষদের জীবনসংগ্রাম নিয়ে পরিচালনা (যুগ্মভাবে) করেছেন স্বল্পদৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র 'ভাঙনের শব্দ' (২০০০ খ্রী.)। অন্যধারার লিটল ম্যাগাজিন 'বিকল্প'-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত 'শব্দময় পৃথিবী' তাঁর প্রথম কাব্যসংকলন। সখ- ফটোগ্রাফি, গান শোনা ও ঘুরে বেড়ানো।